ঁকমরেড অশোক কুমার রায়
স্মরনে

All Bengal Coop. Bank Employees Fedaration এর বিগত রাজ্য সম্মেলন কৃষ্ণনগরে এক বছর হল অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। ঐ সম্মেলনেই ঁকমরেড অশোক কুমার রায়ের সাথে ২ দিন কাটিয়ে এসে ছিলাম মাহা আনন্দেই আগামী দিনে ফেডারেশন কী ভাবে চলবে তার পরিকল্পনার স্বপ্ন নিয়ে। আমরা রাজনৈতিক দিক থেকে যদিও ভিন্ন মেরুর মানুষ ছিলাম তবুও ফডারেশনের কর্ম পরিকল্পনায় আলোচনার ক্ষেত্রে তা কখনো অন্তরায় হয়ে ওঠেনি। মাঝে মাঝে ফোনে আলাপ চারিতা হতো সেটা শুধু ফেডারেশন সংক্রান্তই নয় মাঝে মাঝে পারিবারিক আলোচনাও এসে যেত। কিন্তু কখনোই বুঝতে দেয়নি যে, ভেতরে ভেতরে সে এতটা দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। এতটা বয়সে এখনও মনে হত ইয়ং ম্যান। যদিও বয়সের দিক থেকে আমার থেকে এক বছরের ছোটৌ। তাই হয়ত আমার চোখে বেশী ইয়ং মনে হতো। কখনোই মনে হয়নি যে, এত তাড়াতাড়ি সে চির শান্তির দেশে চলে যাবে। চলে যাওয়ার ৩ দিন আগেও সবার তপন দাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কাতর আবেদন জানিয়ে গেছে। কিন্তু এত অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও নিজের কথা এক বারের জন্যও বলেনি। হয়তো এরাও বয়স্ক মানুষ। বেতো ঘোড়ার মত অবস্থা।শুনলে পরে দৌড়াতে পারবে না। শুধু ডানা ভাঙ্গা পাখির মত উড়তে পারবে না,শুধু ঝটকাবে আর মনে কষ্ট পাবে। হসপিটালে থাকা কালীন বেশ কয়েক বার ফোন করেছিলাম , কিন্তু ফোন তোলেনি। মনে মনে খুব রাগ হতো কি রে বাবা! ফোনটা তুলে অন্ততঃ বলবি তো কেমন আছিস। তোর অবস্থটা তো আর তপন দার মত না। যে ফোনটা তুলতে পারছিস না। তারপর সত্যিটা যখন জানলাম, তখন মনে হল কী বোকা আমরা। এত কাছে থেকেও এত দূরে ছিলাম বুঝতে পারলাম না শুধু একজন বন্ধুকেই হারাইনি, হারিয়েছি সত্যিকারের একজন লড়াকু মানুষকে। যার মান এবং হুঁশ দুটোই সমান ভাবে ছিল। যার কাছে অনেক কিছু শিখবার এবং জনবার ছিল। শিখবার ছিল - জোরে না বলেও অনেক জোরালো কথা বলা যায়। তার জন্য তার স্বর চীৎকার করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই অশ্রাব্য কুস্রাব্য ভাষা ব্যবহার

করে ভাষা দূষন ছড়ানোর ।

শিখাবার ছিল - যা বলবো তা ভেবে ছিন্তে বলবো,জেনে শুনে বলবো,প্রয়োজনে পড়াশুনা করবো বা যারা ভাল জানেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিজেকে সমৃদ্ধ করে বলবো অত্যন্ত শাবলীল ভাষায় সকলের কাছে যেন শ্রুতি শ্রাব্য হয়।কখনো যেন ঝালাপালা মনে না হয়।

আর কজের মধ্যে চিন্তা ভাবনা ছিল সুস্থ সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তোলার। তার মধ্যে লক্ষ্য ছিল আর সব কো-অপারেটিভ ব্যংস্ক গুলো কে কী ভাবে একটা ছাতার তলায় আনা যায়। তার জন্য একটা central socity তৈরী করা যায় কী না। তাই আগামী দিনে যাঁরা দায়িত্ব ভার নেবো তারা বিষয়টি তাঁদের চিন্তা ভাবনায়, তাঁদের মননে ঠাঁই দেবেন। এই আশা রাখি।

পরিশেষে ঁকমরেড অশোক কুমার রায়ের বিদেহী আত্তার চির শান্তি কামনা করি।

শিবপ্রাসাদ বাউল
বাঁকুড়া